জীবননগরে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ

জীবননগরে বিনামূল্যে কৃষকদের মাঝে সার, বীজ ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল রোববার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে এ সব উপকরণ বিতরণ করা হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ রোকনুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে জীবননগর উপজেলার ৩ হাজার কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে ধানের বীজ, সার, গাছের চারা বিতরণ করেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগর টগর।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান,উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল,জীবননগর পৌর সভার মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর পৌর সভার সাবেক মেয়র মোঃ জাহাঙ্গীর আলম,জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি)মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধা,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,কে,ডি,কে ইউপি চেয়ারম্যান খাইরুল বাশার শিপলু,উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার প্রমুখ।

এ সময় প্রধান অতিথি বলেন,বাংলাদেশ আজ কৃষিতে উন্নয়নশীল ,বাংলাদেশের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিশ্বের বেশ কিছু দেশে রপ্তানি করা হচ্ছে।বতমান সরকার কৃষি বান্ধব সরকার ,কৃষকরা যাতে লাভবান সে বিষয়ে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা সব সময় কৃষকদের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন।

কৃষকরা আজ বিভিন্ন ধরনের বিদেশী ফল উৎপাদন করছে এই বাংলাদেশের মাটিতে এবং তারা সফলও হচ্ছে ।দেশ যাতে আরো উন্নয়ন হয় দেশের কৃষকরা যাতে লাভবান হয় ।সে বিষয়ে সরকারি ভাবে সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এবং আগামিতেও দেওয়া হবে।উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মোঃ আব্দুর জব্বার।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও সভাপতি জেলা সমাজ কল্যাণ কমিটি মুন্সি আলমগীর হান্নান সহ উক্ত আয়োজনে সমাজসেবা কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তা- কর্মচারিবৃন্দ, এনজিও প্রতিনিধিগণ, বিভিন্ন প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ এবং ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

আলমডাঙ্গার ওসমানপুরে ৪২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক ২

আলমডাঙ্গার ওসমানপুর বাজার থেকে ৪২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ দুজনকে আটক করেছে ফাঁড়িপুলিশ। গতকাল শনিবার রাত ৮ টার দিকে ফাঁড়িপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের ওসমানপুর বাজারের হাসান ট্রেডার্সের সামনে থেকে ওসমানপুর গ্রামের জামাত আলীর ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৫) ও মৃত তোফাজ্জেল হোসেনের ছেলে মানিক (৩৫)কে আটক করে পুলিশ। তাদের নিকট থেকে ৪২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় থানায় নতুন ওসি

বিপ্লব কুমার নাথের যোগদান

আলমডাঙ্গা থানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (পরিদর্শক) নতুন ওসি হিসেবে যোগদান করেছেন বিপ্লব কুমার নাথ। এসময় (ওসি) সাইফুল ইসলামকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

নবাগত ওসি বিপ্লব কুমার নাথ আলমডাঙ্গা থানায় যোগদানের পূর্বে তিনি মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানা, শালিখা থানা, ঝিনাইদহ জেলার ঝিনাইদহ সদর থানা, কুষ্টিয়া জেলার কুষ্টিয়া মডেল থানা, যশোর জেলার মনিরামপুর থানা, সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানা, আশাশুনি থানায় অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
ইতোমধ্যে তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার বিশেষ শাখার জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসির পদে যোগ দেন। শনিবার সকালে তিনি থেকে আলমডাঙ্গা থানায় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেন।

যোগদান অনুষ্ঠানে তিনি বলেন- জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনের জন্য আলমডাঙ্গা থানা এলাকার সম্মানিত সমগ্র আলমডাঙ্গা বাসীর সহযোগিতা কামনা করেছেন ওসি বিপ্লব কুমার নাথ, আইজিপি ব্যাজ (বার)।

আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত যেকোন ইস্যুতে সমগ্র আলমডাঙ্গা বাসীর সুচিন্তিত পরামর্শকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি চারপাশের প্রতিনিয়ত ঘটমান অপরাধ সম্পর্কে তথ্য প্রদানকে তিনি উৎসাহিত করেছেন। তথ্যদাতার নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা শতভাগ রক্ষা করা হবে।

আলমডাঙ্গায় ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক ২

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে দু’জন মাদক ব্যবসায়ী ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার রাত ৮ টার দিকে পৌর এলাকার লালব্রিজ সংলগ্ন থেকে তাদের

আটক করে। আটকৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

জানাগেছে, কুষ্টিয়া ইবি থানার দুর্গাপুর গ্রামের মহত আলীর ছেলে আলাউদ্দিন (২৭) ও মসলেম উদ্দীনের ছেলে সামিম (২০)। গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার লালব্রিজের নিকট মাদক দ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রয়ের জন্য অবস্থান করছিলো।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এএসআই মোস্তফা কামাল ও এএসআই রাসেল তালুকদার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ রোধে অভিযান পরিচালনা করেন। লালব্রিজ সংলগ্ন ব্রিজের উপর থেকে দু’জনকে আটক করে। তাদের শরীর তল্লাশি করে ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে। রাতেই আটকৃত ব্যাক্তিদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

জীবননগর থানার ওসির বিদায় ও নবাগত ওসি নাসির উদ্দিন মৃধার যোগদান

জীবননগর থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মোঃ আব্দুল খালেককে বিদায় ও নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হিসাবে মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধার যোগদান উপলক্ষে মতবিনিময় আলোচনা সভা ও সংবর্ধনা অনুষ্টিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল ৫টার সময় জীবননগর থানার আয়োজনে জীবননগর থানা কার্যলয়ে এ আলোচনা, মতবিনিময় সভা ও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

জীবননগর থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ নাসির উদ্দিন মৃধার সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর থানার সাবেক অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক,জীবননগর থানার (ওসি) তদন্ত স্বপন কুমার, ওসি (অপারেশন) মাহাবুব হোসেন, সীমান্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন, সাংবাদিক জাহিদ

বাবু, আতিয়ার রহমান, মিঠুন মাহমুদ, জীবননগর থানার এস আই নাহিরুল ইসলাম, রায়হান, মাহফুজ, নওশাদ প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর থানার এস আই কেরামত আলী।

চুয়াডাঙ্গায় জমে উঠেছে ঈদ বাজার

চুয়াডাঙ্গায় পবিত্র মাহে রমজানের শুরুতে জমে উঠেছে আসন্ন ঈদুল ফিতরের ঈদ কেনাকাটা। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের চুয়াডাঙ্গা জেলায় এবার জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা। ঈদ যতই এগিয়ে আসছে ক্রেতা- বিক্রেতাদের ব্যস্ততা ততই বাড়ছে। এখন দোকানিদের এক মুহূর্তও দম ফেলার উপায় নেই। ক্রেতারাও সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ব্যস্ত কেনাকাটায়।

ঈদ উপলক্ষে এবার শহরের অভিজাত বিপণীবিতানগুলো বর্ণিল আলোকসজ্জায় সজ্জিত হয়েছে। রমজানের প্রথম সপ্তাহ ও নবম রোজা থেকে শহরের বাজারগুলোতে ঈদের কেনাকাটা ব্যস্ত সময় পার করছে দোকানীরা।

শনিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নিউ মার্কেট, আব্দুল্লাহ সিটি, আলী হোসেন সুপার মার্কেট, মুন্সী সুপার মার্কেট, প্রিন্স প্লাজা, বিগ বাজার ও মালিক টাওয়ার ঘুরে দেখা গেছে সব মার্কেটেই উপচে পড়া ভিড়।

ঈদ কেনাকাটা করতে আসা ক্রেতা ফাহাদ হোসেন বলেন, এবার ঈদে পোষাকের দাম তুলনামূলক একটু বেশি। সেইসাথে রমজানের যেহেতু দ্বিতীয় সপ্তাহ চলছে ভাবলাম একটু ভিড় কম হবে কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণের ভিড় হচ্ছে মার্কেট গুলোতে।

চুয়াডাঙ্গা নিউ মার্কেটের নিউ থ্রি- পিচ বস্ত্রালয়ের পরিচালক মানিক বলেন পবিত্র মাহে রমজানের দ্বিতীয় সপ্তাহে থেকে ক্রেতাদের

আগমন শুরু হয়েছে সেইসাথে আমরা আশা করছি পবিত্র ঈদুল ফিতরের ঈদ আসতে আসতে এবং রমজানের শেষের দিকে আরও বেশি পরিমাণের ক্রেতা আসবে ও বেঁচাকেনা ভালো মানের হওয়ার আশা করছি।

চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার ও নিউ মার্কেট এলাকায় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন বলেন, ঈদের কেনাকাটা নির্বিঘ্ন করতে এবং ক্রেতাদের বাড়তি নিরাপত্তা দিতে আমরা সর্বপরি প্রস্তত আছি, শহরে বিভিন্ন স্থানে পোশাকী পুলিশ, সাদা পোশাকে পুলিশ, গোয়েন্দা পুলিশ ও হুন্ডা মোবাইল টিম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার মুন্সিগঞ্জে একাধিক ভুল চিকিৎসার অভিযোগ

আরিফুজ্জামান ফরজ। গ্রামের বাড়ি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ। নব্বই দশকে তিনি গ্রামের স্কুল থেকে ৮ম শ্রেণী পাশ করেছেন। এরপর তিনি আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ বাজারে এক দাঁতের ডাক্তারের সহকারী (পিয়ন) হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেন।

তিনি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজেই মুন্সিগঞ্জ বাজারে মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল নামের একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। নিজের নামের সাথে ডি.এম.এফ ও ডি.ডি.সি যশোর ডেন্টিষ্ট যুক্ত করেছে। গত ২ দশকের উপরে এ নাম যুক্ত টাইটেল ব্যবহার করে মানুষের সাথে প্রতারণা করে আসছে। নিজেকে ডিগ্রি প্রাপ্ত ডাক্তার হিসেবেও পরিচয় দিয়ে থাকেন।

ভুয়া ডিগ্রি ধারী ডাক্তারের বিরুদ্ধে একাধিক ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উঠেছে। ভুক্তভোগীরা আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিখিত অভিযোগ জানালেও প্রতিকার মেলেনি। পূণরায় ওই ডাক্তার প্রকাশ্যে নারী-পুরুষের চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে।

ওই মেডিকেল ও ডেন্টালে অপারেশন থিয়েটার নোংরা আচ্ছিন্ন।সে নিজে ৮ম শ্রেণী পাশ হলেও দশম শ্রেণীর অদক্ষ সহকারী (পিয়ন) এর মাধ্যমে দাঁতের অপারেশন কার্যক্রম চালাচ্ছে। মহিলাদের জন্য নেই সহকারী (পিয়ন)। ছোট রুমে একাধিক বেড বিছানোর পাশাপাশি নেই ওয়াশ রুম।

অভিযোগকারী মুন্সিগঞ্জ এলাকার ব্যবসায়ী বলেন, গত ১ মাস পূর্বে উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েছি। তিনি আরো বলেন – ভুয়া দাঁতের চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা নিয়ে অনেক মানুষ কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তিনি অশিক্ষিত। দাঁতের পাশাপাশি নাক, কান, গলার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন।

আরেক ভুক্তভোগী শাহাদাত হোসেন জানান, গত কয়েক মাস পূর্বে স্ত্রীর দাঁতের চিকিৎসা করায়।সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁত তুলে এখনো দাঁতের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এবিষয় উপজেলা নির্বাহি অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ দিয়েও প্রতিকার মেলেনি।

উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নুর জানান, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে তলব করা হয়েছে। দাঁতের চিকিৎসা দেবার জন্য নিষেধ করা হয়েছে। পূণরায় চিকিৎসা দিলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনা সীমান্তে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ২ লক্ষাধিক টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট

দামুড়হুদার উপজেলার দর্শনা সীমান্তের কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ি গ্রামের খলিলের ছেলে খায়রুল বাশার মিলন ও তার পরিবারের সদস্যদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বসতবাড়ি থেকে নগদ লক্ষাধিক টাকা ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে গেছে সংঘবদ্ধ ডাকাতেরা। গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১ টার দিকে ফুলবাড়ি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী পরিবারের দাবি, নগদ ১ লাখ ৯৭হাজার টাকা ও ১ জোড়া হাতের রুলিবালা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে লুট করে নিয়ে

গেছে বলে জানায় ভুক্তভোগীরা।

এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে ডাকাতির এ ঘটনা ঘটে কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ফুলবাড়ি গ্রামের মালিতা পাড়ার প্রধান সড়কের পাশেই মিলনের বাড়ি দ্বিতলা ভবনে।

এর মধ্যে নিচতলায় পরিবার নিয়ে থাকতো খলিলের ছেলে মিলন। সেখানেই ঘটে ডাকাতির ঘটনা।

মিলন সাংবাদিকদের বলেন, রাত সাড়ে ১২ টার দিকে আমি ও আমার স্ত্রী বাহিরের বাথরুম যায় বাথরুম শেষে মিলন ও তার স্ত্রী ঘরের ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ঘরে থাকা নগদ প্রায় দুই লাখ টাকা ও ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে স্ত্রীর হাতের বালা ও নাকের নথ নিয়ে পালিয়ে যাবার সময় মিলনকে হাত বাধা ও চোখ বন্ধ অবস্থায় দামুড়হুদার ফুলবাড়ি সীমান্তের ৫৪ টি পিলার অতিক্রম করে ভারতের সীমানায় নিয়ে গিয়ে খালের ধারে ফেলে ডাকাত দল পালিয়ে যায়। পরে পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরা মিলনের চিৎকার শুনে ভারতীয় সীমান্তের খালের পাড় থেকে রাতেই উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে আসে এলাকাবাসী মিলনকে । রাতেই ফুলবাড়ি সীমান্তের টহলরত বিজিবি মিলনের সাথে কথা বলেছে বলে জানান মিলন ও তার পরিবার। গত বৃহস্পতিবার সকালে মিলন দর্শনা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে বলে জানাগেছে।

মিলন আরো বলেন, তাদের প্রত্যেকের হাতে পিস্তল, ছুরি ও দেশীয় অস্ত্র ছিল। অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ফেলে পরিবারের সবাইকে। এরপর বাড়ির ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে নগদ ১ লাখ ৯৭ হাজার টাকা, হাতের রুলিবালা ও নাক ফুল নেয়।

ঘটনার পরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে। এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করেছে বলে জানান মিলন।

এবিষয়ে দর্শনা থানার এস আই স্বপন কুমার সরকার বলেন, ওসি স্যার আমাকে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থল পরিদর্শনের জন্য নির্দেশ দেন আমি সঙ্গে সঙ্গে ফুলবাড়ি মিলনের বাড়িতে যায়। সবকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সার্বিক তদন্ত শেষে মূল ঘটনার কথা বলা যাবে।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ লুৎফুল কবির বলেন আমার অফিসার ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনাস্থলে যেয়ে কোন সত্যাতা পায়নি। তবে ওদের মধ্যে চোরাচলানীর লাইনম্যান ভাগাভাগি নিয়ে মৃল ঘটনা।